নিউজলেটার

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

সংখ্যা-০৭, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২

সম্পাদকীয়

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা স্বাস্থ্য সেবার একটি অপরিহার্য অংশ। বর্তমানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীনে ১৩টি বেসিক নার্সিং কলেজ, ৫টি পোষ্ট বেসিক নার্সিং কলেজ, ১টি নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ৪৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে নার্সিং শিক্ষা কার্যক্রম চলমান। তন্মধ্যে সর্বমোট ৪১ টি নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি পেশার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এবং জনগণের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে সরকার ২০১৫ সালে পূর্বতন সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি ও পদায়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে এবং সুস্থ ও নিরোগ জাতি গঠনে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের জন্য উন্নত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহিত পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অধিদপ্তরের বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশলপত্র প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন, অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগবিধি প্রস্তুতিসহ অন্যান্য বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে।

সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বৈশ্বিক করোনা মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। বর্তমানে কোভিড-১৯ এর এই মহাদুর্যোগের মধ্যেও আমাদের নার্স ও মিডওয়াইফগণ নির্ভীক সৈনিকের মত করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাহসিকতার সাথে জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। এ মহান ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইতোমধ্যে ১৭ জন নার্স শহীদ হয়েছেন এবং ২০০০ জন এর বেশী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তদুপোরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা সংক্রমন নিয়ন্ত্রনে ও করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৫০৫৪ জন নতুন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ প্রদান করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নার্স ও মিডওয়াইফগণ কর্তব্যের প্রতি আরো নিষ্ঠাবান ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে দেশ ও সমাজে নিজেদের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে। কাঙ্খিত সময়ের মধ্যেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে তারা অন্যতম ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নিউজলেটারের এই সপ্তম সংখ্যায় এই অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। নিউজলেটারের নিয়মিত ও ধারাবাহিক প্রকাশ নিশ্চিত করতে সামগ্রিক ও সমন্বিত পদক্ষেপ, উদ্দ্যোগ, ভূমিকা তথা কর্মতৎপরতার বিকল্প নেই। কর্তৃপক্ষের উপলব্ধি ও তাগিদকে বাস্তবে রুপ দেওয়া এবং পেশার অগ্রগতি সঠিকভাবে সমাজের সম্মুখে তুলে ধরার জন্য পেশাদারী ভূমিকা নিতে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা একান্ত কাম্য। এ কার্যক্রমে সকল নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশাজীবিদের দায়বদ্ধতা আছে। সচেতন পাঠকসমাজ তৈরী করা এবং লেখকদের চিন্তা চেতনা বাড়াতে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিউজলেটারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।

এবারের নিউজলেটার সংখ্যাটি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশাজীবিদের লেখা প্রবন্ধ আরো সমৃদ্ধ করেছে। নিউজলেটার প্রকাশের এই ধারাবাহিকতা সামনের দিনগুলিতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।

পরিশেষে, এই নিউজলেটার প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট সকলের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

সিদ্দিকা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

প্রধান সম্পাদক

(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

সম্পাদনা পরিষদ

মো: রশিদুল মান্নাফ কবীর
(উপসচিব)
পরিচালক (শিক্ষা ও শৃংখলা), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
মো: নাসির উদ্দিন
(উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
শিরিন আখতার
(উপসচিব)
পরিচালক (অর্থ ও বাজেট), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
মোছা: ফরিদা ইয়াসমিন
নার্সিং অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
শাহিনুর খানম
নার্সিং অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
ড. মো: আব্দুল লতিফ
ডিপিএম, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
রাবেয়া বসরী
মিডওয়াইফারি অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
মো: খায়রুল কবীর
কো-অর্ডিনেটর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
অলোক দাস
নার্সিং অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

প্রকাশনায়

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা
ওয়েবসাইট: www.dgnm.gov.bd

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০২২

ডিজাইন
অলোক দাস, নার্সিং অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

মুদ্রণে:
পিপলস প্রেস এন্ড পাবলিকেসন্স
৩৪ পুরানা পল্টন, ঢাকা

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে জাতীয় শোক দিবস পালন

গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১৫ আগস্ট ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর। ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর মহাপরিচালক জনাব সিদ্দিকা আক্তারের নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অধিদপ্তরের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

দিনটি উপলক্ষ্যে অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন, দেশের জন্য ত্যাগ, পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্বের বিষয়গুলি ওঠে আসে।

সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক জনাব সিদ্দিকা আক্তার বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিশপথে ঐক্যবদ্ধ হয় বাঙালি জাতি। বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী নেতৃত্বে পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গে উজ্জীবিত ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেন বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক। বাংলার ইতিহাসের মহানায়ক। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। বাঙালি জাতির পিতা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

তিনি আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে নরপিশাচরূপী ঘাতকচক্র। এই দিনটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের কালিমালিপ্ত বেদনাবিধুর শোকের দিন। জাতির পিতাকে হত্যা করেও বাঙালির কাছ থেকে তাঁকে আলাদা করতে পারেনি ঘাতকরা। বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠায় বঙ্গবন্ধু চির অমলিন।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত এই আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা ও শেখ মুজিব আমার পিতা বইগুলি থেকে বিশেষ আলোচনায় অংশ নেন অধিদপ্তরের নার্সিং কর্মকর্তাবৃন্দ। দিনটি উপলক্ষে নার্সিং ও মিওয়াইফারি অধিদপ্তরে বৃক্ষরোপণ করা হয়। সারা দেশে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি, রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, দেয়ালিকা প্রকাশ, স্বেচ্ছায় রক্তদান ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে জাতীয় শোক দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষে "শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক" এই প্রতিপাদ্যে বিভিন্ন আয়োজনে মঙ্গলবার (১৮ অক্টোবর) শেখ রাসেল দিবস ২০২২ পালন করলো নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর। দিবসটি উপলক্ষ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব রাশেদা আকতার (অতিরিক্ত সচিব)। আলোচনায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বক্তব্য রাখেন ও শেখ রাসেলের নির্মল ও প্রাণবন্ত জীবনের স্মৃতিচারণ করেন। অলোচকবৃন্দ শেখ রাসেলকে সারা বিশ্বের অধিকারবঞ্চিত শিশুদের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক জনাব রাশেদা আকতার বলেন, "আজকের দিনিটি আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের। তবে ১৯৭৫ সালে নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেলকে যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তাঁরা মানুষরুপি নরপিশাচ। শেখ রাসেল আজ বেঁচে থাকলে আমরা একজন মহানুভব মানুষ আর আদর্শ নেতা পেতাম। জাতির পিতার সুযোগ্য কণ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে হাত রেখে শেখ রাসেল সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারতো"।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত এই আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে আলোচনায় অংশ নেন অধিদপ্তরের নার্সিং কর্মকর্তাবৃন্দ। শেখ রাসেলের স্মরণে এদিন অধিদপ্তরে এক বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া সারা দেশে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন সকল নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

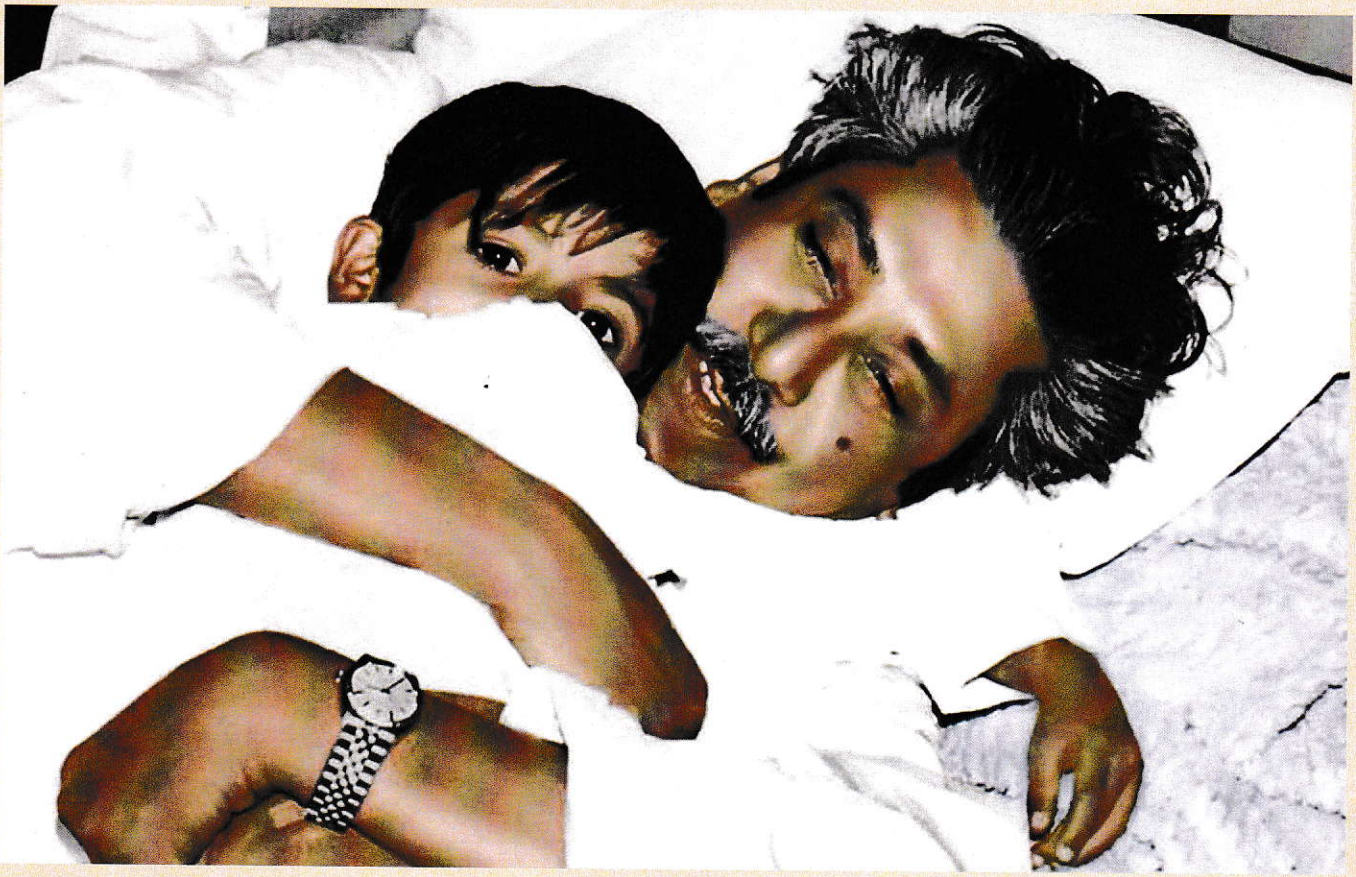

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে বিজয় দিবস উদযাপন

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে ১৬ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপন করা হয়েছে। এদিন প্রত্যুষে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর অধিদপ্তরের সামনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রাশেদা আকতার, পরিচালকবৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। দিনটি উপলক্ষ্যে অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন, দেশের জন্য ত্যাগ, পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্বের বিষয়গুলো উঠে আসে।

সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক রাশেদা আকতার বলেন, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি জাতিকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুক্তির অদম্য স্পৃহায় বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করেন জাতির পিতা। ৩০ লাখ শহীদের আত্মদান ও দুই লাখ মা-বোনের সম্মানহানির বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। তিনি নার্স ও মিডওয়াইফদের উদ্দেশ্যে বলেন, কর্মস্থলে নিবেদিতভাবে কাজ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলাই হোক বাংলাদেশের সকল নার্স ও মিডওয়াইফের বিজয় দিবসের অঙ্গীকার। অনুষ্ঠানে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতীয় শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনায় মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পাশাপাশি সারাদেশের হাসপাতালে কর্মরত নার্স ও মিডওয়াইফগণ এবং নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন আয়োজনে দিবসটি পালন করেছে।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মশালা

৪র্থ শিল্প বিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২২ মাসে তিনটি কর্মশালা ও একটি আইডিয়া ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন হাসপাতালের নার্সিং কর্মকর্তা ও বিভিন্ন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়নযোগ্য একটি করে ৪র্থ শিল্প বিপব নির্ভর প্রজেক্ট নির্ধারণ ও উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা খাতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুটি পাইলট প্রজেক্ট নির্ধারণ করা হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত নার্সদের জন্য বেস্ট প্র্যাকটিস গাইডলাইন প্রস্তুত

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের উদ্যোগে ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে কর্মরত নার্সদের জন্য বেস্ট প্র্যাকটিস গাইডলাইন প্রস্তুতির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ লক্ষ্যে একটি টেকনিকাল ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শণের প্রতিবেদন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এভিডেন্স বেজড গাইডলাইন এবং বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত বেস্ট প্র্যাকটিস গাইডলাইন প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করা হয়।

পোস্ট বেসিক বিএসসি কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা আয়োজিত

২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন পোস্ট বেসিক নার্সিং, ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন পোস্ট বেসিক পাবলিক হেলথ নার্সিং, ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন পোস্ট বেসিক মিওয়াফারি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা আয়োজিত।

Capacity Development on Quantitative Research বিষয়ক কর্মশালা আয়োজিত

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৮-২২ ডিসেম্বর এবং ২৬-৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকাস্থ বিভিন্ন হাসপাতালের ২০ জন করে মোট ৪০ জন নার্সিং কর্মকর্তাদের নিয়ে দুই ব্যাচে Capacity Development on Quantitative Research বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

Stakeholders Consultation meeting on Preceptorship Program

A Stakeholders Consultation Meeting on Preceptorship Program was held at DGNM, Dhaka on 14 November 2022 with the support of the ProNurse Project of Cowater International funded by Global Affairs Canada. 27 nursing officials from across the country attended the program.

Stakeholders Consultation meeting on CPD

A Stakeholders Consultation Meeting on Continuous Professional Development for the Nurses of Bangladesh was held at DGNM, Dhaka on 16 June 2022 with the support of the ProNurse Project of Cowater International funded by Global Affairs Canada. 20 nursing officials from different institutions attended the program.

SRHR Master's Graduation Ceremony

With support from the United Nations Population Fund (UNFPA), the Directorate General of Nursing and Midwifery (DGNM) organized the "Graduation Ceremony" for the Master's Programme on Sexual and Reproductive Health & Rights (SRHR) with the technical support by the Dalarna University, Sweden, held at the DGNM, Mohakhali on 6 December 2022. The 90 graduates received their Master's certificates from the Honorable Secretary, Medical Education and Family Welfare Division, MoHFW. The purpose of the event was to recognize key achievements of the Government of Bangladesh in advancing midwifery profession in Bangladesh on all fronts; education, service, training and advocacy.

মিডওয়াইফারি শিক্ষা উপকরণ প্রদান

০৪টি পোস্ট বেসিক নার্সিং কলেজ (কলেজ অব নার্সিং, মহাখালী, ঢাকা; খুলনা নার্সিং কলেজ, খুলনা; ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম; বগুড়া নার্সিং কলেজ, বগুড়া) এ অধ্যয়নরত মিডওয়াইফারি শিক্ষার্থীদের জন্য ইউএনএফপিএ এর সহযোগিতায় এসএনএমপি থরু ডিজিএনএম প্রজেক্টের মাধ্যমে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হতে মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, স্ক্রিন, কার্ট ও সিমুলেটর ল্যাব সামগ্রী প্রদান করা হয়।

শুদ্ধাচার কার্যক্রম

নৈতিকতা কমিটির সভা

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নৈতিকতা কমিটির সকল সদস্যগণের উপস্থিতে গত ০৭/০৭/২০২২ খ্রি. ও ১৭/১০/২০২২ খ্রি. তারিখে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম ১.১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সভা নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করা হয়।

আভ্যন্তরীণ কর্মপরিবেশ উন্নয়নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শন

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নৈতিকতা কমিটির সকল সদস্যগণের উপস্থিতে চট্রগ্রাম নার্সিং কলেজ এর আভ্যন্তরীণ কর্মপরিবেশ উন্নয়নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পরির্দশণ করা হয়।

হাসপাতাল পরির্দশণ

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক নার্সিং সেবার মান উন্নয়নে চট্টগ্রাম বক্ষব্যধি হাসপাতাল ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরির্দশণ করা হয়।

সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

ঢাকা বিভাগের ২৫ টি হাসপাতালের সেবা তত্বাবধায়ক, উপসেবা তত্বাবধায়ক নার্সিং সুপারভাইজার ও সিনিয়র স্টাফ নার্সের সমন্বয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

ফিডব্যাক কর্মশালা

২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ দিনব্যাপী এক ফিডব্যাক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন হাসপাতালের নার্সিং কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ শিক্ষক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

নার্সিং শিক্ষার মান উন্নয়নে ২০২১ সাল থেকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর নার্স শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত ৪২০ জন নার্স ও মিডওয়াইফকে এক মাস ব্যপি হাতে কলমে শিক্ষকতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিভিন্ন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা হয়েছে। ২০২২- ২৩ অর্থবছরে আরো ১২০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তদেরকে পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষক হিসেবে পদায়ন করা হবে।

কিডনী রোগী প্রশিক্ষণ

২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিঃ তারিখ ২০২২ -২৩ অর্থবছরের এপিএ সূচক ২.৫ অর্জনের নিমিত্ব আগামী ২২-২৩ আগষ্ট ২০২২ খ্রিঃ তারিখ সকাল ৯.০০ টা হতে দুপর ৪.০০ টা পর্যন্ত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে "কিডনী রোগী সেবা সম্প্রসারণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ঢাকা নার্সিং কলেজের এক্রিডিটেশন সনদ প্রদান

নার্সিং শিক্ষা ও সেবার মান আন্তঅর্জাতিক মানের করার জন্য বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তৃক নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক্রিডিটেশন কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। ২০২২ সালে প্রথম বারের মত ঢাকা নার্সিং কলেজ এক্রিডিটেশন প্রসেসে আওতায় মূল্যায়িত হয়। পদ্ধতিগতভাবে ৪র্থ গ্রেড পেয়ে এক্রিডিটেশন সনদ লাভ করে। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল ও স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যৌথ উদ্যোগে UNFPA সহায়তায় আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত সনদ প্রদান করা হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ Disbursement Link Indicator(DLI) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিঃ তারিখ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর সকাল ৯.০০ টা হতে দুপর ৪.০০ টা পর্যন্ত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে Disbursement Link Indicator(DLI) প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অধিদপ্তরের সকল উক্ত বিষয় সম্পর্কে সম্মক ধারনা প্রদানসহ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার স্কল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহায়তায় অর্জিত কার্যক্রম ২০২১ -২২

Central Human Resources Information Systems (HRIS) এর হালনাগাদকরণ, আধুনিকায়ন, অধিদপ্তর ভিত্তিক সমন্বয়করণের প্রয়োজনীয়তা মোতাবেক বর্তমানে ব্যবহৃত HRIS এ কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে নার্সিং ও মিড ওয়াইফারি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে Central Human Resources Information Systems (HRIS) উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। HRIS এর তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ, বর্তমান প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের প্রক্রিয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারনা দেয়া হয়। বর্তমানে ব্যবহৃত HRIS এর প্রস্তুতকারী সংস্থা Activation Limited এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব রায়হান শিকদারকে বিষয়ে সকিল্কে অবগত করেন। বর্তমানে ব্যবহৃত HRIS এর হালনাগাদ আধুনিকায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও দপ্তরভিত্তিক মানবসম্পদ, পদমর্যাদা, সরকারি আদেশসমূহ, রেকর্ড, তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে সংগতিসাধনে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার বিষয়ে সকলের উদবুদ্ধ করা হয়। বর্তমানে এ অধিদপ্তরের অধিনে সকল সকল কর্মকর্তার প্রোফাইল HRIS এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০২১ -২২ বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এর ২০২১-২২ বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ২১/০৬/২০২১ তারিখ সম্পন্ন হয়। অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান যেমন সকল নার্সিং কলেজ ,সকল ডিষ্ট্রিক্ট পাবিক হেলথ নার্স, সকল বিভাগীয় সহকারী পরিচালকগণ চুক্তি স্বাক্ষরের পর তাদের স্ব স্ব সূচক অর্জন করে ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে প্রেরণ করে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরও স্ব স্ব সূচক অর্জন করে ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে এবং এপিএ এম এস সফটওয়ারে আপলোড করে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তির সকল সূচকের মান শতভাগ অর্জন করেছে।

২০২১ -২২ বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি অর্জন (সূচক ভিত্তিক)

ক্রমিক নং	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সূচক
১	[১] সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ ও স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন	[১.১] মানব সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা	[১.১.১] আইসি এম মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফ এর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	১০০০	১৪৭৯ জন
		[১.২] নেমসভুক্ত নাসিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ	[১.২.১] নেমসভুক্ত নাসিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নে ডিজিটাল লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ	৫ টি	৫ টি
		[১.৩] EBP বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও মিডওয়াইফ	[১.৩.১] EBP বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও মিডওয়াইফ	২১০ জন	২১০ জন
			[১.৩.২] নব নিয়োগকৃত সিনিয়র স্টার্ফ নার্সদের করোনা সংক্রমন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০০ জন	৩৯০ জন
		[১.৪] গবেষণা ও সম্পাদনা	[১.৪.১] নিয়ানার বার্ষিক Journal of South Asian Nursing প্রকাশিত	১ টি	১ টি
			[১.৪.২] নাসিং কলেজ ও ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রসপেকটাস প্রকাশিত	৫ টি	৫ টি
২	[২] নাসিং ও মিডওয়াইফরি সেবা ও শিক্ষা নীতি নির্দেশিকা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা	[২.১] নার্সও মিডওয়াইফদের জন্য কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও প্রতিরোধ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং	[২.১.১] নার্স ও মিডওয়াইফদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও প্রতিরোধ নির্দেশিকা বাস্তবায়িত ও প্রতিবেদন প্রকাশ	৮ টি	৮ টি

		[২.২] নার্স ও মিডওয়াইফদের শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও মল্যায়ন	[২.২.১] নার্স ও মিডওয়াইফদের শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও মল্যায়নকৃত	১০ টি	১০ টি
৩	[৩] মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করণ	[৩.১] মানসম্মত প্রসব সুবিধা সম্প্রসারণ	[৩.১.১] প্রসব পরবর্তী পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষিত নার্স ও মিডওয়াইফ	১০০ জন	১৩০ জন
		[৩.২] নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের মধ্যে COP প্রাকটিস চালুকরণ	[৩.২.১] নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের মধ্যে COP প্রাকটিস চালুকৃত	৪ টি	৪ টি
৪	[৪] মানসম্মত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবা জোরদারকরণ	[৪.১] নেমস চালুকৃত নার্সিং ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Centre of Excellence কার্যক্রম চালুকরণ	[৪.১.১] নেমস চালুকৃত নার্সিং ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Centre of Excellence কার্যক্রম চালু	৪ টি	৪ টি
		[৪.২] নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান পরির্দশন ও মূল্যায়ন	[৪.২.১] পরির্দশনকৃত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	২৮ টি	৩১ টি
		[৪.৩] নার্সিং ও মিডওয়াইফারি উচ্চশিক্ষার সুযোগ চলমান	[৪.৩.১] নার্সিং ও মিডওয়াইফারি উচ্চশিক্ষাবৃদ্ধি ও চলমানকৃত	৩১৫ জন	৬৮৫ জন
		[৪.৪] নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এডুকেশন ম্যানজমেন্ট সিস্টেম (NEMS) অব্যহত	[৪.৪] নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা পদ্ধতির সহজিকরণ কার্যক্রম NEMS (নেমস্) মনিটরিং বৃদ্ধিকৃত	৪ টি	৪ টি
৫	[৫] প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন	[৫.১] ডিজিএনএম পিইএমআইএস ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন	[৫.১.১] ডিজিএনএম পিইএমআইএস ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধিত	১০০%	১০০%

২০২২ -২৩ বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি অর্জন (সূচক ভিত্তিক)

গত ০৬/০৬/২০২২ তারিখ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর তার আওতাধীন অফিস সমূহ (সকল নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আঞ্চলিক নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের প্রধানগণ, বিভাগীয় সহকারি পরিচালক ও ডিষ্ট্রিক্ট পাবলিক হেলথ নার্সগণ) মহাপরিচালক, নার্সিং মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এর সাথে অত্র অধিদপ্তরের ডিটরিয়াম কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
মহাপরিচালক , নার্সিং মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর জনাব সিদ্দিকা আক্তার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর মাননীয় সচিব জনাব ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার ও জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল এর সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রিণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনাব জাহিদ মালিক উপস্থিত ছিলেন। তিনি চুক্তিতে উল্লিখিত সকল সূচক যথা সময়ে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

নার্সিং মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী কার্যক্রম

১। রোগীর সেবায় নাইটিঙ্গেল এপ্রোচ
২। ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টার সেন্টার স্থাপন
৩। ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টার সেন্টার স্থাপন
৪। কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সাথে যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষার মানোন্নয়ন তথা বাংলাদেশে বিশ্বমানের নার্স ও মিডওয়াইফ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব স্যালফোর্ড ও ইউনিভার্সিটি অব বল্টনের আমন্ত্রণে গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব সাইফুল হাসান বাদল এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি বিষয়ে বিশ্ব র‍্যাংকিং তালিকায় প্রথম পঞ্চাশে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় দুটির সাথে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন মহাপরিচালক সিদ্দিকা আক্তার এবং ইউনিভার্সিটি অব স্যালফোর্ডের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর জো পারডাস। অন্যদিকে ইউনিভার্সিটি অব বল্টনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট প্রফেসর জেড হ্যান্সলট।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব সাইফুল হাসান বাদল এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সিদ্দিকা আক্তারসহ ১০ জনের একটি প্রতিনিধিদল এনএমইএস ওপি এর অর্থায়নে যুক্তরাজ্যে শিক্ষা সফর করেন এবং বাংলাদেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সহযোগিতায় কিংস কলেজ, লন্ডন; ইউনিভার্সিটি অব স্যালফোর্ড, ম্যানচেস্টার ও ইউনিভার্সিটি অব বল্টন, গ্রেটার ম্যানচেস্টার এর সাথে সভায় অংশগ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কিংস কলেজ ও ইউনিভার্সিটি অব স্যালফোর্ড কে যৌথ ব্যবস্থাপনায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কোর্স ও প্রশিক্ষণ চালুর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ইউনিভার্সিটি অব স্যালফোর্ড ও ইউনিভার্সিটি অব বল্টন এর পক্ষ থেকে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ইউনিভার্সিটি অব স্যালফোর্ডের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মধ্যে রয়েছে-

১। বাংলাদেশের সরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজের শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যুক্তরাজ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
২। বাংলাদেশি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি গ্র্যাজুয়েটদের ইউনিভার্সিটি অব স্যালফোর্ডে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করতে স্কলারশিপ প্রদান;
৩। বাংলাদেশের সরকারি নার্সিং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কলেজে ইউনিভার্সিটি অব স্যালফোর্ড এর সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পিএইচডি, মাস্টার্স ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপোমা কোর্স চালু;
৪। ইউনিভার্সিটি অব স্যালফোর্ড ও বাংলাদেশের সরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম আয়োজন এবং ইউনিভার্সিটি অব স্যালফোর্ড কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার, কনফারেন্স ও শর্ট কোর্সে বাংলাদেশের নার্স ও মিডওয়াইফদের অংশগ্রহণ।
৫। ইউনিভার্সিটি অব স্যালফোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশের নার্সিং শিক্ষা কারিকুলাম রিভিউ, সরকারি নার্সিং কলেজের আন্তর্জাতিক এক্রিডিটেশন

ইউনিভার্সিটি অব বল্টনের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মধ্যে রয়েছে-

১। বাংলাদেশি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি গ্র্যাজুয়েটদের ইউনিভার্সিটি অব বল্টনে মাস্টার্স সম্পন্ন করতে স্কলারশিপ প্রদান (৩০০০ পাউন্ড পর্যন্ত);
২। ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজের আন্তর্জাতিক এক্রিডিটেশন; নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেক্টরে যৌথ গবেষণা চালু;
৩। ইউনিভার্সিটি অব স্যালফোর্ড ও বাংলাদেশের সরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যৌথ গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি;
৪। ইউনিভার্সিটি অব বল্টনের সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল বিষয়ে নার্সদের জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স চালু;
৫। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংক্রান্ত বিভিন্ন সায়েন্টিফিক ও টেকনিক্যাল সহযোগিতা
৬। যৌথ ব্যবস্থাপনায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংক্রান্ত বিভিন্ন কনফারেন্স, কর্মশালা ও স্বল্পমেয়াদী প্রোগ্রাম আয়োজন।

খাদিজা বেগম
নার্সিং সুপার ভাইজার
শেখ রাসেল জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল,
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা, ইতিহাস বিখ্যাত ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। টাইমস্ পত্রিকায় বিখ্যাত সাময়িক সংবাদদাতা উইলিয়াম রাসেল, দার্দানেলিসের তীরে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্য শিবিরে গিয়ে দেখতে পেলেন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অব্যাবস্থার মধ্যে চিকিৎসা সেবার অভাবে দলে দলে সৈনিকরা যুদ্ধ শুরুর আগেই প্রাণ হারাচ্ছে। তখন তিনি সেখানকার পরিস্থিতির হৃদয় বিদারক বর্ণনা সহকারে আবেদন আকারে লিখলেন ইংল্যান্ডে কি এমন নারী বা কর্না সন্তান নেই, যারা স্কুটারী হাসপাতালের রুগ্ন ও আহত সৈনিকদের সেবা দিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম? তখন তাঁর ডাকে যিনি সারা দিয়েছিলেন একজন। তিনি হলেন বর্তমান নার্সিং এর পথিকৃৎ ফ্লোরেন্স নাইটিংঙ্গেল।

কোভিড-১৯ হলো একটি সংক্রামক রোগ যা সারস কোভ - ২ (SARS COV 2) নামক নতুন আবিষ্কৃত করোনা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে একজন নার্স হিসেবে সরাসরি কোভিড-১৯ রোগীদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা একটু অন্যরকম ছিলো। মূলত করোনার শুরুতে অনেক ভয় লাগতো কি হয় না হয় এই নিয়ে। কোভিড ১৯ রোগী দেখলে অনেক দুর থেকেই ভয় পেতাম। কিন্তু এখন আর সেরকম ভয় পাইনা। যেহেতু এই পেশায় এসেছি কাজ তো করতেই হবে। রোগীদের সেবা দিতেই হবে। তাই প্রটেকশন নিয়ে রোগীর অনেক কাছে চলে যাই। তবে যেহেতু পিপিই পরে আমদের কাজ করা লাগতো সেক্ষেত্রে শারীরিক ভাবে একটা অসুবিধার সম্মুখিন হতে হতো। কেননা দীর্ঘ সময় পিপিই পরে কাজ করাটা সত্যই অনেক কষ্টদায়ক। কিন্তু আমার ভয় লাগেনি। দিন রাত কাজ করেও ক্লান্ত হইনি। সেবা করাটা আমার ভিতরেই ছিল। সর্বোপরি যে রোগীদের জন্য আমার এত পরিশ্রম, সেই রোগী ও রোগীর আত্মীয়-স্বজনদেরদ্বারা নানা ভাবে নিগৃহীত হওয়ার অভিজ্ঞতাও আছে।

সব খারাপের মাঝেও অনেক ভালো লাগার স্মৃতি আছে। যেমন ফাহমিদা নামে আর একজন রোগী আমাদের এখানে ভর্তি হন কোভিড-১৯ পজেটিভ হয়ে। যখন আমাদের কাছে তিনি আসেন তার অক্সিজেন সেচুরেশন ছিলো পঞ্চাশের এর নিচে। তখন আমার নিজের চোখে পানি চলে এসেছে। ভেবে ছিলাম এই রোগীকে কতক্ষন বাঁচিয়ে রাখতে পারবো আমরা জানিনা। হাইফ্লো দেয়ার পরে দেখলাম সেচুরেশন কিছুটা বেড়েছে। বাড়ার কিছুক্ষন পরে আবার কমে যায়, তাই তাকে মেকানিক্যাল ভেনটিলেশনে দেয়া হয়। ভেন্টিলেটরে থাকেন তিনি প্রায় মাসখানেক। এভাবে দীর্ঘ এক মাস পরে তাকে আমরা সুস্থ করে তার পরিবারের কছে তুলে দিতে পারি। এমন অভিজ্ঞতা সারাজীবন মনে থাকবে।

কোভিড-১৯ এর রোগীর সেবা দিতে গিয়ে নিজেও কোভিড-১৯ পজেটিভ হয়েছি। সুস্থ্য হয়ে আবার ও নিজের কর্মস্থলে ফিরে গেছি এবং পুনরায় কোভিড রোগীর সেবা প্রদান করেছি। তবে এটা না বললেই নয় যে, কোভিড-১৯ পজেটিভ থাকাকালীন সময় পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে যতটুকু সাপোর্ট পেয়েছি, সেটা যদি না পেতাম তাহলে হয়তো আমার দ্বারা এতদূরে আসা সম্ভব হতো না। সর্বোপরি আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মানুষের পাশে দাড়িয়ে নিজ হাতে সেবা দিয়ে মুখে সুস্থ্যতার হাসি ফোটানোর মধ্যে যে প্রাপ্তি, তা অন্য কোনো পেশায় আছে বলে মনে হয় না। নার্সরা একেকজন যোদ্ধা অন্যের জীবন বাঁচাতে যুদ্ধ করে যান প্রতিটি মুহূর্ত। পরিশেষে বলবো, নির্দ্বিধায় নার্সিং একটি মহান পেশা এবং যুগ যুগ এভাবেই এই পেশায় সম্মান অক্ষুন্ন থাকবে।